بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہٗ و نصلّی علیٰ رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কিত অনুভূতি, উপদেশাবলী এবং জীবনাদর্শ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৮শে আগষ্ট, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা বিশ্বজুড়ে উড্ডীন করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা সর্বজনবিদিত। তিনি তাঁর সাহায্যকারীদের প্রতিও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন, যারা তাঁর এই মিশনকে পূর্ণ করার জন্য কোনো না কোনোভাবে সেবা প্রদান করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর এক বিজ্ঞাপনে বলেন, "এটি আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত যে, আল্লাহ্‌র জামা'তে প্রাথমিক অবস্থায় চাঁদা বা আর্থিক অনুদানের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের নবী (সা.)ও বহুবার সাহাবীদের (রা.) মাঝে চাঁদার তাহরীক করেছেন, যার মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। কাজেই, বীরোচিত সাহসিকতা নিয়ে সাহায্যের জন্য সবাইকে অবিলম্বে এগিয়ে আসা উচিত। প্রত্যেকে স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী এই লঙ্গরখানার জন্য সাহায্য করুন। আমি চাই, যদি সম্ভব হয় তাহলে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠুক যাতে আমরা লঙ্গরখানার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে আমাদের কাজে নিয়োজিত থাকতে পারি এবং আমাদের সময়ের কোনো ক্ষতি না হয়; যারা আমাদের সাহায্য করবেন, পরিশেষে তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রত্যক্ষ করবেন।"

আমি একথা না লিখে পারছি না যে, এই সাহায্য ও প্রাণপণ প্রচেষ্টায় সর্বাগ্রে রয়েছেন আমাদের ঘনিষ্ট ও নিষ্ঠাবান প্রিয় বন্ধু মৌলভী হেকীম নূর উদ্দীন সাহেব (রা.), যিনি কেবল আর্থিক সাহায্যই করেননি; বরং দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দারিদ্রতার পোশাক পরিধান করে স্বীয় জন্মভূমি থেকে হিজরত করে কাদিয়ানে এসে আমৃত্যু অবস্থান করেছেন এবং সর্বদা সেবার জন্য প্রস্তুত আছেন। আমি চাইলে তাঁকে পূর্বে বা পশ্চিমে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার মতে এরা সেসব মানুষ, যাদের সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়াতে এই ইলহাম রয়েছে, আসহাবুস সুফফাহ্, ওয়ামা আদরাকা মা আসহাবুস সুফফাহ্ (অর্থাৎ, তারা আসহাবে সুফ্‌ফা আর তুমি কী জানো আসহাবে সুফ্‌ফা কী?)।

এরপর দ্বিতীয় নাম্বারে রয়েছেন আমার প্রিয় বন্ধু মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী (রা.)। তাকে তো প্রথম থেকেই আল্লাহ্‌তা'লা দুনিয়ার পদমর্যাদা ও মান-সম্মানের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী করেননি, আর এখন

তো তিনি পুরোপুরি পার্থিব চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করে এই দরবারে [মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নৈকট্যে] এসে বসেছেন এবং দিন-রাত স্বীয় শক্তি- সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মের সেবা করছেন আর জুমুআর নামাযে পবিত্র কুরআনের বহু তত্ত্ব ও গভীর জ্ঞান বর্ণনা করে মুসলমানদের উপকার করছেন।

আর মৌলভী হেকীম নূর উদ্দীন সাহেবের শহরবাসী **হাকীম ফযল দ্বীন (রা.)**ও রয়েছেন যিনিও প্রায় একই স্থানে থাকেন এবং সেবায় নিয়োজিত আছেন। এরপর তিনি (আ.) **ডাক্তার বুড়ে খান সাহেব, খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব লাহোরী, ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব কালানূরী, ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব, ডাক্তার আব্দুল হাকীম খাঁ সাহেব, মির্যা খোদা বখ্শ সাহেব, সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেব সারসাভী এবং শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব (রা.)**-এর কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শেঠ সাহেব প্রতি মাসে নিয়মিত একশ' টাকা পাঠিয়ে থাকেন এবং বহুবার পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত পাঠিয়েছেন। একইভাবে তাঁর প্রিয় বন্ধু শেখ রহমত উল্লাহ্ সাহেব লাহোরীর কথা উল্লেখ করেন, যিনি মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ প্রেরণ করেছেন। তারপর তিনি (আ.) কৃতজ্ঞতার সাথে **নবাব মুহাম্মদ আলী খাঁ** সাহেবের কথাও উল্লেখ করেছেন।

হযরত আকদাস (আ.) তাঁর সাধারণ সেবা প্রদানকারীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের মহল্লায় এক ব্যক্তি ফালুদা বিক্রি করত। সে একবার ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, সে হুযূর (আ.)-কে ফালুদা পরিবেশন করবে। অতঃপর হুযূরের অনুমতিতে তাকে ডাকা হয়। সে ফালুদা তৈরি করে হুযূর (আ.)-এর সমীপে পেশ করে। তিনি (আ.) তা খেয়ে বলেন, খুব ভালো হয়েছে। তারপর সে অন্য বন্ধুদের জন্য ১০-২০ বাটি ফালুদা পাঠায়। হুযূর (আ.) তাকে মূল্য বাবত দুই রুপি পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমি টাকা নেব না, আমাকে হুযূর (আ.)-এর সামনে নিয়ে যান। অতঃপর সে হুযূর (আ.)-এর কাছে গেলে তিনি (আ.) তার জন্য দোয়া করেন এবং 'জাযাকুমুল্লাহ্' (তথা আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলেন। এই দোয়ার কল্যাণে তার সন্তানরা দেশের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

হযরত ইব্রাহীম বাকাপুরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার শিয়ালকোট জামা'ত থেকে কয়েকজন বন্ধু কিছু টাকা উপহার হিসেবে পেশ করেন। হুযূর (আ.) প্রথমে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলেন, তারপর 'জাযাকুমুল্লাহ্'। যার ফলে আমাদের ঈমানে এক প্রকার অগ্রগতি হয়। প্রথমে হুযূর (আ.) আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন, তারপর আমাদের জন্য দোয়া করেছেন।

জুলফিকার আলী খাঁ গওহর সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার হুযূর (আ.) বাইতুদ্ দোয়ার নিচের রুম থেকে বাইরে আসেন। আমি তাঁর সামনে ছিলাম। হুযূর (আ.) চুলে মেহেদি লাগিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, মৌলভী সৈয়দ সরওয়ার শাহ্ সাহেবকে বলুন, আমাদের জন্য যেন এখানে কিছু খাবার নিয়ে আসেন। আমি সংবাদ পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখি, খাবার একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। মৌলভী সাহেবের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়, কেননা হুযূর (আ.)-এর জন্য কোনো খাবারই ছিল না। যাহোক, তিনি একটি ছোট্ট বাটিতে একটু দুধ এবং তিনটি টোস্ট বিস্কুট ও চিনি নিয়ে হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, হুযূর আর কোনো খাবার নেই। হুযূর (আ.) অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে যা তাঁর চেহারায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল, সেই খাবার গ্রহণ করেন।

১৯০০ সালের আগস্ট মাসে তিনি (আ.) এক চিঠিতে হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী সাহেব (রা.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখেন, আপনি অত্যন্ত চমৎকার একটি কাপড় উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। এছাড়া পোশাকের বিনিময়ে তিনি (আ.) তার জন্য দোয়া করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এর বিনিময়ে স্বীয় অসীম ও অননুমেয় অনুগ্রহ ও কৃপা দান করুন এবং তাকওয়ার পোশাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ওলী ও সৎকর্মশীলদের রঙে ভূষিত করুন। আরেক পত্রে হযরত ডা. খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব (রা.)-কে বলেন, আপনার পক্ষ থেকে কঠিন সময়ে ৫০ টাকা এসে পৌঁছেছে। এমন সংকটময় ও প্রয়োজনের মুহূর্তে, যখন দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, আপনার ক্রমাগত আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি কৃতজ্ঞতা পাবার দাবি রাখে।

একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি কিন্তু তা নিজের পরিবারের কাছে গোপন রাখি। কিছুদিন পর গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যায়। আমার পিতা আমাকে ঘর থেকে বের করে দেন। এরপর আমি একটি

দোকান দিয়েছিলাম, সেখানে দর্জির কাজ করতাম। আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে যে, হযরত আকদাস (আ.)-এর জন্য একটি পোশাক তৈরি করব। সে অনুযায়ী আমি একটি কুর্তা ও পায়জামা সেলাই করি এবং একটি কোটও তৈরি করি। এরপর একজনের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে কাদিয়ানে পৌঁছাই। সেটি ছিল জুমুআর দিন আর আমার ইচ্ছা ছিল আজই হুযূর (আ.)-এর সমীপে এই উপহার পেশ করব, যাতে তিনি জুমুআয় তা পরিধান করেন। কাজী জিয়াউদ্দীন সাহেবের সাথে দোকানে আমার দেখা হয়। তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি আমাকে হুযূর (আ.)-এর কাছে নিয়ে যান আর খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব তখন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথেই বসেছিলেন, তিনি-ই কাপড়গুলো হুযূর (আ.)-এর সমীপে পেশ করেন এবং নিবেদন করেন, এই ছেলের ইচ্ছা হুযূর যেন এই কাপড়গুলো পরে আজ জুমুআর নামায আদায় করেন। হযরত সাহেব (আ.) তখনই (ভেতরে গিয়ে) সেই পোশাক পরিধান করেন। কোটটি সামান্য আটোসাঁটো ছিল। এটি দেখে আমি তা বাজারে নিয়ে যাই যাতে সেলাই খুলে কিছুটা ঠিক করতে পারি। ফেরত নিয়ে আসার পর হুযূর (আ.) আবার তা পরিধান করেন, কিন্তু তখনও তা তাঁর জন্য আটোসাঁটো ছিল; বোতাম লাগছিল না। তা সত্ত্বেও আমার আনন্দ ও ভালোবাসার খাতিরে টেনেটুনে বোতাম লাগিয়ে তিনি কোটটি পরিধান করেন।

আহমদী সম্প্রদায়ের নামে লেখা এক পত্রে তিনি (আ.) বলেন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বপ্রথম আমার অন্তরে আল্লাহতা'লার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত হচ্ছে, যিনি আমার জামা'তকে সত্যনিষ্ঠ অনুরাগময় নিবেদন, ভালোবাসা ও সহানুভূতি দান করেছেন। খোদাতা'লার অনুগ্রহ যদি তাঁদের সাথে না থাকত, তবে তাঁদেরকে কিছুতেই এই তৌফিক দেওয়া হতো না যে, তাঁরা সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এমন পর্যায়ের আনুগত্য প্রদর্শন করবেন যে, নিজেদের আর্থিক টানাটানি ও স্বল্প আয় সত্ত্বেও নিজেদের সামর্থ্যের চেয়েও বেশি আর্থিক সেবায় নিয়োজিত থাকবেন। আমি দোয়া করি, খোদাতা'লা তাঁদের সকলের সম্পদে বরকত দান করুন এবং এই সাহায্য ও সহযোগিতা যা তাঁরা দ্বীনী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য করছেন-খোদা তা'লা উভয় জাহানে তা তাঁদের কল্যাণের কারণ বানিয়ে দিন। আমীন সুম্মা আমীন।

অতঃপর এক উপলক্ষে তিনি (আ.) বলেন: আল্লাহতা'লা যাদের ওপর কৃপা ও অনুগ্রহ করেছেন, তাঁর সেই কৃপার শুকরিয়া আদায় করার উপায় এটাই যে, তাঁর সৃষ্টিজীবের সাথে সদব্যবহার ও করুণাপূর্ণ আচরণ করা, এই খোদা-প্রদত্ত অনুগ্রহের ওপর অহংকার না করা এবং বর্বরদের মতো দরিদ্রদের পদদলিত না করা। অর্থাৎ (এখানে) মানুষের সাহায্য করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আল্লাহতা'লা তাঁকে (আ.) মানুষের ঘটনাবলী বা বিষয়াবলি সম্পর্কেও পূর্বেই অবহিত করে দিতেন। কোনো কোনো সময় আল্লাহতা'লার বিশেষ হেকমত ও কৌশলের কারণে তা পূর্ণ হতে কিছু সময় লেগে যেত। এমন পরিস্থিতিতে তিনি (আ.) দোয়ায় মগ্ন হয়ে যেতেন। অতঃপর যখন সেই বিষয়টি পূর্ণ হতো, তখন তিনি (আ.) চরম কৃতজ্ঞতার সাথে আল্লাহতা'লার দরবারে সেজদায় অবনত হতেন।

একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন, একবার এক হিন্দু **বিশম্বর দাস**-এর ব্যাপারে আমি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, সে ফৌজদারী মামলা থেকে খালাস পাবে না, তবে তার অর্ধেক কারাদণ্ড মওকুফ হয়ে যাবে। কাকতালীয়ভাবে যখন রায় ঘোষণা করা হয়, তখন তার আত্মীয়স্বজন প্রত্যাশার বিপরীতে একথা রটিয়ে দেয় যে, বিশম্বর দাস খালাস পেয়ে গেছে। এক ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দেয় যে, বিশম্বর দাস মুক্তি পেয়েছে এবং বাজারে তাকে মোবারকবাদ জানানো হচ্ছে। আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই, কারণ হিন্দুরা একথা নিয়ে এখন আমার প্রতি আক্রমণ করবে যে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি! আমার এই কষ্টে নামাযের এক একটি রাকাত এক একটি বছরের মতো মনে হচ্ছিল। আর যখন আমি নামাযে কোনো এক রাকাতের সিজদায় পতিত হই, তখন আমার আকুলতা পরম পর্যায়ে পৌছে যায় আর তখনই ইলহাম হয়, **লা তাখাফ ইন্নাকা আন্তাল আ'লা** (অর্থাৎ, ভয় পেও না, তুমিই বিজয়ী)। তারপর আমি অপেক্ষায় থাকি যে, ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হয়, কিন্তু কোনো নিদর্শন দৃশ্যমান হচ্ছিল না। আমি বারবার শরমপতকে (বিশম্বরের ভাই) জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু সে একই কথা বলত যে, সে মুক্তি পেয়ে গেছে। এভাবে প্রায় ছয় মাস বা তার কম-বেশি কেটে যায়। দুষ্ট লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করত, কিন্তু শরমপত কখনো ঠাট্টা করেনি। একদিন এমন হয় যে, সকালে বাটালা থেকে একজন তহশিলদার কাদিয়ানে

আসেন এবং বিশম্বর দাসকে দেখে বলেন, আমরা এতে খুশি হয়েছি যে তুমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু তুমি খালাস পাওনি। আমি একথা শোনামাত্রই সিজদায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং শরমপতকে জিজ্ঞেস করি, তুমি এত দিন কেন মিথ্যা বললে এবং আমাকে কষ্ট দিলে? সে বলে, এক অপরাগতার কারণে আমাকে মিথ্যা বলতে হয়েছে; তা না হলে আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের সম্প্রদায়ে এমন বিষয়ে অনেক খুঁত ধরা হয় এবং চরিত্রহীনতা সাব্যস্ত হলে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এমন কোনো জাতি নেই যাদের মাঝে আমার নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হয়নি এবং এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যারা আমার নিদর্শনের সাক্ষী নয়। যদি এই নিদর্শনের সাক্ষীদের সংখ্যা দশ কোটিও বলা হয় তবে কোনো অতিরঞ্জন হবে না, কিন্তু বিরোধীদের অবস্থা দেখে কান্না পায় যে, তারা লাভবান হতে পারল না। যদি এসব নিদর্শন, যা তাদের দেখানো হয়েছে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের যুগে ইহুদীদের দেখানো হতো, তাহলে যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতো না। আর যদি লূতের জাতি এসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত, তবে তারা এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের কবলে মাটির নিচে চাপা পড়ত না। কিন্তু দুর্ভোগ! তাদের হৃদয়গুলো পাথরের চেয়েও কঠিন প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের হৃদয়ের অন্ধকার অন্য যে কোনো অন্ধকারকে ছাড়িয়ে গেছে।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, খোদা তা'লা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সত্যিকার মর্ম অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন, পাশাপাশি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের হাতে বয়আত গ্রহণ করে আমাদেরকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং তত্ত্বজ্ঞান দান করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নোট

আগামী ছয় মাসে প্রকাশ হবে এমন বাংলা বইগুলির ডিমান্ড ফর্ম প্রতিটা জামা'তে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে যথাশীঘ্র আপনার চাহিদা অনুযায়ী বইগুলির ডিমান্ড ফর্ম পূরণ করে নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ানে প্রেরণ করুন। জাযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)
28 *August 2026*
Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt.........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in